# ১০০তম বিশ্ব ধর্ম বিস্তার দিবস উপলক্ষে পুন্য পিতার বার্তা, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬

খ্রীষ্টে এক, মিশনে ঐক্যবদ্ধ

প্রিয় ভ্রাতা ও ভগিনীগণ,

বিশ্ব ধর্ম বিস্তার দিবস ২০২৬ উপলক্ষে—যা পায়াস একাদশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এক শতবর্ষ পূর্ণ করা একটি বিশেষ উদযাপন—আমি "খ্রীষ্টে এক, মিশনে ঐক্যবদ্ধ" এই বিষয়টি নির্বাচন করেছি। জুবিলি বছরের পর, আমি সমগ্র গির্জাকে আহ্বান জানাই যেন তারা আনন্দ ও পবিত্র আত্মার উত্সাহে তাদের মিশনারি যাত্রা অব্যাহত রাখে। এর জন্য প্রয়োজন খ্রীষ্টে ঐক্যবদ্ধ হৃদয়, পুনর্মিলিত সম্প্রদায় এবং প্রত্যেকের মধ্যে উদারতা ও বিশ্বাসের সঙ্গে সহযোগিতার মানসিকতা।

আমরা যখন খ্রিষ্টে এক এবং মিশনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে ভাবি, তখন আমরা যেন ঈশ্বরীয় অনুগ্রহ দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হই, "আমাদের মধ্যে মিশনারি আহ্বানের আগুনকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য" এবং একসাথে এগিয়ে যাই সুসমাচার প্রচারের অঙ্গীকারে, যা গির্জার ইতিহাসে এই "নতুন মিশনারি যুগ"-এর অংশ (হোমিলি, জুবিলি অব দ্য মিশনারি ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড অব মাইগ্রান্টস, ৫ অক্টোবর ২০২৫)।

১. খ্রীষ্টে এক —খ্রীষ্টে মধ্যে এবং আমাদের ভাই-বোনদের সাথে একত্রিত মিশনারি শিষ্য।

ঐক্যবদ্ধ মিশনারি শিষ্য খ্রীষ্টের সঙ্গে ঐক্যের রহস্যই মিশনের কেন্দ্রবিন্দু। তাঁর যন্ত্রণার পূর্বে, যীশু পিতার কাছে প্রার্থনা করেছিলেন: "যেন তারা সকলে এক হয়; যেমন তুমি, পিতা, আমার মধ্যে এবং আমি তোমার মধ্যে, তেমন তারা আমাদের মধ্যেও এক হোক" (যোহন ১৭:২১)। এই কথাগুলো যীশুর গভীরতম আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে এবং গির্জার পরিচয়কে তুলে ধরে—যে এটি তাঁর শিষ্যদের একটি সম্প্রদায়। অর্থাৎ, এটি ত্রিত্ব থেকে প্রবাহিত একটি ঐক্য, যা ত্রিত্ব দ্বারাই অব্যাহতভাবে পুষ্ট হয়। এই ঐক্য মানবজাতির ভ্রাতৃত্ব ও সমগ্র সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠার সেবায় নিবেদিত।

একজন খ্রিষ্টান হওয়া মূলত কিছু আচার বা ধারণার বিষয় নয়; এটি খ্রিষ্টের সঙ্গে জীবনের এক গভীর ঐক্য, যেখানে আমরা পবিত্র আত্মায় পিতার সঙ্গে তাঁর পুত্রত্বের সম্পর্ক ভাগ করে নিই। এর অর্থ হলো খ্রিষ্টে অবস্থান করা, যেমন লতার সঙ্গে ডালপালা যুক্ত থাকে (দ্রষ্টব্য: যোহন ১৫:৪), ত্রিত্বের জীবনে নিমগ্ন থাকা। এই ঐক্য বিশ্বাসীদের মধ্যে পারস্পরিক মিলন ঘটায় এবং সমস্ত মিশনারি ফলপ্রসূতার উৎস হয়ে ওঠে। সত্যিই, যেমন সাধু দ্বিতীয় জন পল শিক্ষা দিয়েছেন, "ঐক্যই মিশনের উৎস এবং ফল" (Christifideles Laici, ৩২)।

এই প্রেক্ষাপটে, গির্জার প্রধান মিশনারি দায়িত্ব হলো তার সদস্যদের মধ্যে আধ্যাত্মিক ও ভ্রাতৃসুলভ ঐক্যকে পুনরুজ্জীবিত ও বজায় রাখা। অনেক পরিস্থিতিতে আমরা দেখি দ্বন্দ্ব, বিভাজন, ভুল বোঝাবুঝি এবং পারস্পরিক আস্থার অভাব। যখন এই বিষয়গুলো আমাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঘটে, তখন তা আমাদের সাক্ষ্যকে দুর্বল করে। খ্রিষ্ট যে সুসমাচার প্রচারের দায়িত্ব তাঁর শিষ্যদের দিয়েছেন, তা সর্বাগ্রে

দাবি করে পুনর্মিলিত হৃদয় এবং ঐক্যের জন্য আগ্রহী মনোভাব। তাই সব খ্রিষ্টীয় গির্জার সঙ্গে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য একাবাদী প্রচেষ্টাকে আরও জোরদার করা জরুরি, বিশেষ করে নাইসিয়ার কাউন্সিলের ১৭০০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে যে সুযোগ এসেছে তার ভিত্তিতে।

সবশেষে, "খ্রিষ্টে এক" হওয়া আমাদের আহ্বান জানায় যেন আমরা সর্বদা প্রভুর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখি, যাতে তিনি সত্যিই আমাদের জীবন ও সম্প্রদায়ের কেন্দ্রে থাকেন—প্রত্যেক বাক্য, কাজ এবং পারস্পরিক সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে। তখন আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে বলতে পারি: "আমি আর বেঁচে নেই, বরং খ্রিষ্ট আমার মধ্যে বাস করছেন" (গালাতীয় ২:২০)। তাঁর বাক্য শোনার মাধ্যমে এবং সাধনাগুলির অনুগ্রহে আমরা গির্জার জীবন্ত পাথর হয়ে উঠতে পারি।

আজ গির্জাকে দ্বিতীয় ভ্যাটিকান কাউন্সিলের মৌলিক বিষয়গুলো এবং পরবর্তী পাপাল শিক্ষাগুলো পুনরায় গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে, বিশেষত পোপ ফ্রান্সিসের শিক্ষাগুলো। কারণ, সাধু পল যেমন বলেছেন, "আমরা নিজেদের প্রচার করি না; আমরা যীশু খ্রিষ্টকে প্রভু হিসেবে প্রচার করি" (২ করিন্থীয় ৪:৫)। এই কারণে, আমি আবারও সাধু ষষ্ঠ পল-এর কথাগুলো স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি:

"যদি নাজারেথের যীশুর নাম, তাঁর শিক্ষা, তাঁর জীবন, তাঁর প্রতিশ্রুতি, তাঁর রাজ্য এবং তাঁর রহস্য প্রচার না করা হয়, তবে প্রকৃত সুসমাচার প্রচার ঘটে না।" (প্রেরিতিক উপদেশ/Evangelii Nuntiandi, ২২)। এই প্রকৃত সুসমাচার প্রচারের প্রক্রিয়া প্রত্যেক খ্রিস্টানের হৃদয়ে শুরু হয়, যাতে তা সমগ্র মানবজাতির কাছে পৌঁছাতে পারে।

অতএব, আমরা যত বেশি খ্রিস্টে ঐক্যবদ্ধ হব, ততই আমরা একসাথে তাঁর অর্পিত মিশন সম্পাদনে সক্ষম হব।

২. মিশনে ঐক্য – যাতে বিশ্বে সকলে প্রভু যীশু খ্রিস্টে বিশ্বাস করে।

শিষ্যদের ঐক্য নিজেই কোনো শেষ লক্ষ্য নয়; এটি মিশনের দিকে পরিচালিত। যীশু স্পষ্টভাবে বলেন: "যাতে পৃথিবী বিশ্বাস করে যে তুমি আমাকে প্রেরণ করেছ" (যোহন ১৭:২১)। এক পুনর্মিলিত, ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ও ঐক্যবদ্ধ সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যের মাধ্যমেই সুসমাচারের ঘোষণা তার পূর্ণ যোগাযোগক্ষমতা অর্জন করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে, ধন্য পাউলো মান্নার মটোটি স্মরণযোগ্য: "সমস্ত গির্জা ঐক্যবদ্ধ হোক সমগ্র বিশ্বের রূপান্তরের জন্য।" এই বাক্যটি ১৯১৬ সালে পন্টিফিকাল মিশনারি ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠার পেছনের আদর্শকে সংক্ষেপে প্রকাশ করে। এর ১১০তম বার্ষিকীতে, আমি পুরোহিত, ধর্মজীবী এবং সাধারণ বিশ্বাসীদের মধ্যে মিশনারি চেতনা জাগ্রত ও গঠন করার জন্য এবং সমস্ত সুসমাচার প্রচারের প্রচেষ্টায় ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের প্রতিশ্রুতির প্রতি কৃতজ্ঞতা ও আশীর্বাদ জানাই।

বাস্তবে, কোনো বাপ্তাইজিত ব্যক্তি মিশন থেকে অব্যাহতি বা উদাসীন থাকতে পারে না। প্রত্যেকে, নিজের আহ্বান ও জীবনের অবস্থান অনুযায়ী, খ্রিস্ট তাঁর গির্জার ওপর যে মহান কাজ অর্পণ করেছেন

তাতে অংশগ্রহণ করে। পোপ ফ্রান্সিস বারবার আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সুসমাচার প্রচার সর্বদা একটি সুরেলা, সমবায়মূলক এবং সিনোডাল কার্য।

এই কারণে, মিশনে ঐক্য মানে হলো ঐক্যের আধ্যাত্মিকতা এবং মিশনারি সহযোগিতাকে রক্ষা ও লালন করা। প্রতিদিন এই মনোভাব গড়ে তোলার মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ধীরে ধীরে আমাদের শিখায় বিশ্বাসের দৃষ্টিতে আমাদের ভাই-বোনদের দেখতে। আমরা শিখি আনন্দের সাথে প্রত্যেকের মধ্যে আত্মার অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট ভালোকে স্বীকৃতি দিতে, বৈচিত্র্যকে সম্পদ হিসেবে গ্রহণ করতে, একে অপরের বোঝা বহন করতে এবং সর্বদা উপরের থেকে আসা ঐক্য খুঁজতে।

প্রকৃতপক্ষে, আমরা সবাই অংশীদার "এক প্রভু, এক বিশ্বাস, এক বাপ্তিস্ম, এক ঈশ্বর ও সকলের পিতা, যিনি সকলের উপরে, সকলের মাধ্যমে এবং সকলের মধ্যে আছেন" (ইফিষীয় ৪:৫-৬)। এই আধ্যাত্মিকতা প্রতিদিনের মিশনারি শিষ্যত্বের প্রকাশ। এটি আমাদের গির্জার সুসমাচার প্রচারের সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করে এবং সমন্বয়ের অভাব ও বিভাজন—যেমন "আমি পলের", "আমি আপোল্লোর" (১ করিন্থীয় ১:১০-১২)—অতিক্রম করতে সহায়তা করে।

অবশ্যই, মিশনারি ঐক্যকে একরূপতা হিসেবে বোঝা উচিত নয়; বরং এটি বিভিন্ন সংগঠনের মিলন, একই উদ্দেশ্যে—খ্রিস্টের প্রেমকে দৃশ্যমান করা এবং সবাইকে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে আহ্বান জানানো। সুসমাচার প্রচার তখনই সফল হয়, যখন স্থানীয় সম্প্রদায়গুলো একে অপরের সাথে সহযোগিতা করে এবং সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় পার্থক্যগুলো একই বিশ্বাসে সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়।

এই কারণে, আমি গির্জার সকল প্রতিষ্ঠানকে আহ্বান জানাই যেন তারা গির্জার মিশনারি ঐক্যের চেতনা আরও শক্তিশালী করে এবং মিশনের জন্য সৃজনশীল ও বাস্তব সহযোগিতার পথ উদ্ভাবন করে।

এই প্রসঙ্গে, আমি পন্টিফিকাল মিশন সোসাইটিগুলোর সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাই, যা আমি পেরুতে আমার মন্ত্রণালয়ের সময় গভীরভাবে অনুভব করেছি। এই সোসাইটিগুলো—প্রোপাগেশন অফ দ্য ফেইথ, হোলি চাইল্ডহুড, সেন্ট পিটার দ্য অ্যাপোস্টল এবং পন্টিফিকাল মিশনারি ইউনিয়ন—সব বয়সের বিশ্বাসীদের মধ্যে মিশনারি সচেতনতা গড়ে তোলে এবং প্রার্থনা ও দানের একটি বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রোপাগেশন অফ দ্য ফেইথ সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ধন্য পলিন মারি জারিকো দুইশো বছর আগে "লিভিং রোজারি" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আজও এটি বিশ্বজুড়ে বহু বিশ্বাসীকে বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও মিশনারি প্রয়োজনে প্রার্থনায় একত্রিত করে।

এছাড়াও মনে রাখা দরকার যে, এই সোসাইটির প্রস্তাব অনুযায়ী পোপ একাদশ পায়াস ১৯২৬ সালে বিশ্ব মিশন দিবস প্রতিষ্ঠা করেন। এই দিনে সংগৃহীত অর্থ পোপের পক্ষ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন গির্জার প্রয়োজন মেটাতে ব্যবহৃত হয়।

এই চারটি সোসাইটি একত্রে এবং পৃথকভাবে সমগ্র গির্জার জন্য মূল্যবান ভূমিকা পালন করে চলেছে। তারা গির্জার ঐক্য ও মিশনারি সহযোগিতার জীবন্ত নিদর্শন। আমি সবাইকে কৃতজ্ঞতার মনোভাব নিয়ে তাদের সাথে কাজ করার আহ্বান জানাই।

৩. প্রেমের মিশন – ঈশ্বরের বিশ্বস্ত প্রেমের ঘোষণা, জীবনে ধারণ এবং ভাগ করে নেওয়া।

যদি ঐক্য মিশনের শর্ত হয়, তবে প্রেম তার মূলসত্তা। আমরা যে সুসমাচার বিশ্বে ঘোষণা করতে প্রেরিত হয়েছি তা কোনো বিমূর্ত ধারণা নয়; এটি ঈশ্বরের বিশ্বস্ত প্রেমের সুসমাচার, যা যীশু খ্রিস্টের মুখমণ্ডল ও জীবনে মাংসধারী হয়েছে।

শিষ্যদের এবং সমগ্র গির্জার মিশন হল পবিত্র আত্মার মধ্যে খ্রিস্টের মিশনকে অব্যাহত রাখা—একটি মিশন যা প্রেম থেকে জন্ম নেয়, প্রেমে বাস করে এবং প্রেমের দিকেই নিয়ে যায়। প্রকৃতপক্ষে, প্রভু নিজেই তাঁর যন্ত্রণার পূর্বে পিতার কাছে মহা প্রার্থনায় শিষ্যদের ঐক্যের জন্য প্রার্থনা করার পর বলেন: "যেন যে প্রেমে তুমি আমাকে ভালবেসেছ, সেই প্রেম তাদের মধ্যে থাকে, এবং আমিও তাদের মধ্যে থাকি" (যোহন ১৭:২৬)। খ্রিস্টের প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রেরিতরা তখন খ্রিস্টের জন্য সুসমাচার প্রচারে বেরিয়ে পড়েন (দ্বিতীয় করিন্থীয় ৫:১৪)। একইভাবে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অসংখ্য খ্রিস্টান শহীদ, স্বীকারোক্তিকারী ও মিশনারিরা তাঁদের জীবন উৎসর্গ করেছেন এই ঈশ্বরীয় প্রেমকে বিশ্বের কাছে প্রকাশ করার জন্য। তাই, প্রেমের আত্মা—পবিত্র আত্মার পরিচালনায়, গির্জার সুসমাচার প্রচারের মিশন সময়ের শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে।

আমি আজকের জাতিসমূহের মিশনারিদের প্রতি আমার বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। সাধু ফ্রান্সিস জেভিয়ার-এর মতো তাঁরা তাঁদের মাতৃভূমি, পরিবার এবং সমস্ত নিরাপত্তা ত্যাগ করে সুসমাচার ঘোষণা করতে এবং খ্রিস্ট ও তাঁর প্রেমকে এমন স্থানে পৌঁছে দিতে গেছেন, যা প্রায়ই কঠিন, দরিদ্র, সংঘাতপূর্ণ বা সাংস্কৃতিকভাবে ভিন্ন। প্রতিকূলতা ও মানবিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও তাঁরা আনন্দের সঙ্গে নিজেদের উৎসর্গ করে চলেছেন, কারণ তাঁরা জানেন যে খ্রিস্ট নিজেই এবং তাঁর সুসমাচারই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধন যা আমরা দিতে পারি। তাঁদের অধ্যবসায় প্রমাণ করে যে ঈশ্বরের প্রেম সব বাধা অতিক্রম করে। বিশ্ব আজও এই সাহসী সাক্ষীদের প্রয়োজন, এবং গির্জার সম্প্রদায়গুলিরও নতুন মিশনারি আহ্বানের প্রয়োজন রয়েছে। আমরা যেন সর্বদা তাঁদের হৃদয়ে ধারণ করি এবং তাঁদের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করি। তিনি যেন আমাদের এমন তরুণ ও প্রাপ্তবয়স্কদের দান করেন, যারা সবকিছু ত্যাগ করে সুসমাচারের পথে খ্রিস্টকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত, পৃথিবীর প্রান্ত পর্যন্ত!

পুরুষ ও নারী মিশনারিদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে, আমি সমগ্র গির্জার প্রতি একটি বিশেষ আহ্বান জানাই—আমাদের জীবনের সাক্ষ্যের মাধ্যমে, প্রার্থনার মাধ্যমে এবং মিশনের জন্য আমাদের অবদানের মাধ্যমে তাঁদের সঙ্গে সুসমাচার প্রচারের কাজে যুক্ত হতে। আশিসির সাধু ফ্রান্সিস বলেছেন, "প্রেম ভালোবাসা পায় না," এবং আমরা তাঁর স্বর্গগমনের অষ্টশতবর্ষে বিশেষভাবে তাঁর দিকে তাকাই। আসুন আমরা তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষা থেকে অনুপ্রেরণা নিই—প্রভুর প্রেমে বাঁচা এবং তা নিকট ও দূরের সকলের

কাছে পৌঁছে দেওয়া; কারণ তিনি বলেছেন, “যিনি আমাদের এত ভালোবেসেছেন, তাঁকে অনেক ভালোবাসা উচিত” (সেন্ট বোনাভেনচারের বর্ণনা)। একইভাবে, ক্ষুদ্র পুষ্প সাধ্বী তেরেজা-এর উদ্দীপনা থেকেও আমরা অনুপ্রেরণা গ্রহণ করি, যিনি ঘোষণা করেছিলেন যে মৃত্যুর পরেও তিনি তাঁর মিশন চালিয়ে যাবেন: “স্বর্গেও আমি সেই একই জিনিস চাইব যা এখন পৃথিবীতে চাই: যিশুকে ভালোবাসা এবং তাঁকে ভালোবাসাতে সাহায্য করা।”

এই সাক্ষ্যগুলির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে, আমরা সকলে যেন সুসমাচার প্রচারের মহান মিশনে অবদান রাখার প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করি—যা সর্বদাই প্রেমের কাজ—আমাদের নিজ নিজ আহ্বান ও প্রাপ্ত দানের অনুযায়ী। আপনার প্রার্থনা ও বাস্তব সহায়তা, বিশেষ করে বিশ্ব মিশন দিবসে, ঈশ্বরের প্রেমের সুসমাচার সকলের কাছে, বিশেষত দরিদ্র ও সবচেয়ে প্রয়োজনীয়দের কাছে পৌঁছে দিতে বিরাট সহায়ক হবে। প্রতিটি দান, যতই ছোট হোক না কেন, মিশনারি ঐক্যের এক অর্থপূর্ণ প্রকাশ হয়ে ওঠে। আমি আবারও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই “আপনারা যা কিছু করবেন, যাতে আমি সারা বিশ্বের মিশনারিদের সাহায্য করতে পারি” (বিশ্ব ধর্ম বিস্তার দিবস ২০২৫-এর ভিডিও বার্তা, ১৯ অক্টোবর ২০২৫)।

আত্মিক ঐক্য বৃদ্ধির জন্য, আমি আপনাদের এই সহজ প্রার্থনার মাধ্যমে আশীর্বাদ দিচ্ছি: হে স্বর্গীয় পিতা, আমাদের খ্রিস্টে এক করো, তাঁর সেই প্রেমে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করো যা ঐক্যবদ্ধ করে এবং নবীকরণ করে। গির্জার সকল সদস্য যেন মিশনে ঐক্যবদ্ধ হয়, পবিত্র আত্মার প্রতি অনুগত থাকে, সুসমাচারের সাক্ষ্য দিতে সাহসী হয়, এবং প্রতিদিন তোমার বিশ্বস্ত প্রেমকে সকল সৃষ্টির মাঝে ঘোষণা ও জীবনে প্রকাশ করে।

সমস্ত মিশনারি পুরুষ ও নারীদের আশীর্বাদ করো, তাঁদের প্রচেষ্টায় সমর্থন দাও এবং আশায় তাঁদের রক্ষা করো!

মা মারীয়া, মিশনারিদের রাণী, পৃথিবীর প্রতিটি কোণে আমাদের সুসমাচার প্রচারের কাজে সঙ্গ দাও; আমাদের শান্তির উপকরণ করে তোলো, এবং সমগ্র বিশ্ব যেন খ্রিস্টের মধ্যে সেই মুক্তিদায়ক আলোকে চিনতে পারে। আমেন।

ভ্যাটিকান থেকে, ২৫ জানুয়ারি ২০২৬, সাধারণ কালের তৃতীয় রবিবার, প্রেরিতদূত পলের অন্তরে খ্রীষ্টবিশ্বাস জাগরণের পর্ব।

পুন্য পিতা পোপ চতুর্দশ লিও